আর গণরুমে থাকতে হবে না

বিশ^বিদ্যালয় প্রতিবেদক

৩০ অক্টোবর ২০১৯ ০০:০০ | আপডেট: ৩০ অক্টোবর ২০১৯ ০০:৫০

চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকে নতুন শিক্ষার্থীরা প্রশাসনের মাধ্যমে হলে উঠতে পারবেন, তাদের কাউকে আর গণরুমে থাকতে হবে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) কর্তৃপক্ষের এমন আশ্বাসে অবশেষে নিজেদের আন্দোলন স্থগিত করেছেন শিক্ষার্থীরা। গণরুম সমস্যার সমাধান না পেয়ে গতকাল মঙ্গলবার সকালে উপাচার্য মো. আখতারুজ্জামানের বাসভবনের সামনে অবস্থান নেন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। এ সময় তারা গণরুমবিরোধী ও হলের সংখ্যা বাড়ানোর দাবিসহ নানা রকম স্লোগান দেন। এ অবস্থায় আন্দোলনকারীদের উপাচার্য তার কার্যালয়ে ডেকে পাঠান। সেখানে দুপুর দেড়টা থেকে আড়াইটা পর্যন্ত বৈঠকে শিক্ষার্থীদের আবাসন সংকট

সমাধানের আশ্বাস দেন উপাচার্য। এর পর নিজেদের অবস্থান কর্মসূচি প্রত্যাহার করে নেন আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া ডাকসু সদস্য তানভীর হাসান সৈকত।

সৈকত বলেন, উপাচার্য স্যারের আমন্ত্রণে আমরা ছয়জন তার কার্যালয়ে যাই। সেখানে তিনি আমাদের বলেছেন, এ বছর যারা নতুন ভর্তি হবে তারা হল প্রশাসনের মাধ্যমেই হলে উঠবে এবং প্রশাসনিকভাবেই তাদের নিয়ন্ত্রণ করা হবে। এ ছাড়া আবাসন সংকট নিরসনে অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রমও চলবে। এ আশ্বাসে আমাদের আন্দোলন আপাতত স্থগিত ঘোষণা করছি। তবে আমরা প্রশাসনের এ তৎপরতা পর্যবেক্ষণ করব। প্রয়োজনে আবারও আন্দোলনে নামব।

advertisement

এর আগে উপাচার্য মো. আখতারুজ্জামান সাংবাদিকদের বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবাসন সংকট দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত একটি সমস্যা। এর সমাধান দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার বিষয়। ইতিবাচক দিক হচ্ছে আমরা পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি এবং কাজ করে যাচ্ছি। তবে নির্দিষ্ট দিনক্ষণ ঘোষণা করে এ সমস্যার সমাধান আসবে না।

ঢাবির ১৭টি হলে শিক্ষার্থী আছেন ধারণক্ষমতার দ্বিগুণেরও বেশি। আবাসন সংকটের কারণে প্রতিটি হলেই সৃষ্টি হয়েছে গণরুমের, যেখানে মেঝেতে টানা বিছানা পেতে প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের গাদাগাদি করে থাকতে হয়। কারা এসব কক্ষে থাকবে তার নিয়ন্ত্রণ থাকে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনের নেতাদের হাতে। এ সংকটের সমাধান দাবিতে গত ১ সেপ্টেম্বর কবি জসীমউদ্দীন হলের ২০৮ নম্বর কক্ষের গণরুমে গিয়ে ওঠেন ডাকসু সদস্য তানভীর হাসান সৈকত। ওই দিনই বিভিন্ন হলের গণরুমের প্রায় ৪০ শিক্ষার্থীকে নিয়ে রাজু ভাস্কর্যের সামনে বিক্ষোভ করেন তিনি। সৈকত ঘোষণা দেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১৫ দিনের মধ্যে সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা না নিলে গণরুমের শিক্ষার্থীদের নিয়ে তিনি উপাচার্যের বাসায় গিয়ে উঠবেন। সেই সময়সীমার কথা মনে করিয়ে দিতে গত বৃহস্পতিবার বিকালে বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনও করেন সৈকত। সেদিন তিনি বলেন, এ সমস্যার সমাধানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে দেওয়া ১৫ কার্যদিবসের সময়সীমা আগামী সোমবার শেষ হবে। আগামী মঙ্গলবার উপাচার্য মহোদয়ের সঙ্গে সকালের নাস্তা করার মধ্য দিয়ে আমরা তার ভবনে থাকা শুরু করব।

এদিকে গণরুমের দুর্দশা লাঘবের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে গত ১০ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভোস্ট কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত হয়, মাস্টার্স পরীক্ষা শেষ হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে শিক্ষার্থীদের হল ছাড়তে হবে। এর পর কোনোভাবেই হলে থাকা চলবে না। পাশাপাশি আবাসন সংকট মেটাতে হলে ‘বাংক বেড’ স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে একটি কমিটি করা হয়। ছাত্রদের দুরাবস্থা দেখতে উপাচার্য অধ্যাপক আখতারুজ্জামান গত রবিবার কবি জসীমউদ্দীন হল এবং মাস্টারদা সূর্যসেন হলের গণরুম হিসেবে পরিচিত কয়েকটি কক্ষ ঘুরেও দেখেন।